প্রথম আলো

তারিখ 17 DEC 2017
পৃ ৮ কলাম ১

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় উৎসবের একদিন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

তিন বছরের তাবিহা লাল-সবুজ পোশাক পরে বাবার কোলে চড়ে ঘুরছে। গালে তার বাংলাদেশের পতাকাও আঁকা। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সামির পরনে সবুজ পাঞ্জাবি, কপালে ব্যান্ডেনা। আর নওরিনের পরনে লাল-সবুজ পোশাক।

ঢাকার এখন সব জন-উৎসবের মূল কেন্দ্র শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, রমনা উদ্যান ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। গতকাল মহান বিজয় দিবসেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। জনসমাগম ছিল বিপুল। সকাল থেকে রাত অব্দি ছিল একই চিত্র।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, দেশাত্মবোধক গান অবিরাম বেজেছে শহরের পথে পথে। পতাকার রঙে পোশাকের সরব উপস্থিতি শহরে সবুজের মাত্রা বাড়িয়েছে। তরুণদের হুল্লোড়, নারীদের উচ্ছলতায় পুরো শহরে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। মা-বাবারা ছোট ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যোগ দিয়েছেন বিজয় উৎসবে।

শাহবাগ থেকে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত পথের দুপাশে বসেছে হরেক পণ্যের পসরা। বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-সামাজিক সংগঠনের কর্মীরা ট্রাকে করে ঘুরে ঘুরে দেশের গান বাজিয়েছেন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেখা মিলল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থীর। লাল-সবুজে সাজা দুই বন্ধুর একজন নওরিন বললেন, 'আমরা মেয়েরা যদি নিরাপদে যখন যেখানে প্রয়োজন যেতে পারি, সেটাই আমাদের জন্য বিজয়। নারী সবখানে নিরাপদ না হলে বিজয় দিয়ে কী হবে।'

রিকশা-ভ্যানে করে ঘুরে পতাকা, ব্যান্ডেনা, ফ্ল্যাগ, ডুগডুগিসহ নানা খেলনা বিক্রি করছিলেন মৌসুমি বিক্রেতা মো. শামীম। সারা বছর ইলেকট্রনিকসের দোকানে কাজ করেন তিনি। দিবস মানেই তাঁর কাছে বাড়তি আয়। শামীম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ভোর থেকে বেচাবিক্রি ভালোই চলতেছে। পতাকা বেচতাছি আর আনন্দ-ফুর্তি করতাছি, খাইতাছি। নিজের মতো করে ঘুরতাছিও। এডাই তো আমগো কাছে বিজয়।'

শামীমের ভ্যান থেকে তিন ছেলেমেয়ের জন্য ব্যান্ডেনা কিনেলেন চাকিরিজীবি উৎপল দাস চন্দ্র। তিনি বলেন, 'দেশের কাছে তো আমাদের অনেক চাওয়া-পাওয়া আছে, ক্ষোভও আছে। তবে উৎসবের দিনে সেসব ভুলে যেতে চাই। একটাই চাওয়া, সামনের দিনগুলো যেন ভালোভাবে কাটে।'

বিকেল পাঁচটায় শাহবাগ মোড়ে দেখা যায়, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরছেন অনেকেই। আবার অনেকে বের হয়েছেন বিকেলে। তাঁদের স্রোতও যুক্ত হচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।

কিছুক্ষণ পর শাহবাগ মোড়ে আসে একটি শোভাযাত্রা। তাঁরা গান গেয়ে রামপাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবি জানান। সেখানে কথা হয় তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব আনু মুহাম্মদের সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিজয় দিবস আমাদের জন্য একটি বড় ঘটনা। এটি আমাদের পরবর্তী সব ধরনের অধিকার আদায়ের লড়াই বা নিজেদের আত্ম উপলব্ধির একটা বড় জায়গা। কারণ এখনো আমরা মুক্তির সংগ্রামের পথেই আছি।' তিনি আরও বলেন, মানুষের মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেন স্মৃতিনির্ভর না হয়। স্মৃতিনির্ভর হলে তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না। এটি তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহস জোগাবে।

সন্ধ্যা হতেই সাধারণ সড়কবাতির পাশাপাশি বিভিন্ন ভবন, সড়কদ্বীপ ও তোরণের আলোকসজ্জায় আলোকিত হয়ে ওঠে শহর। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি শাহবাগ এলাকাটিকে করে তোলে উৎসবমুখর। এর মধ্যে কেউ যোগ দেন নির্ধারিত অনুষ্ঠানে। কারও উদ্দেশ্য নিখাদ বেড়ানো আর আড্ডা দেওয়া।

সন্ধ্যার পর টিএসসি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিজয় দিবসের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাইরেই ছিল মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন। এর মধ্যেই খণ্ড খণ্ড আড্ডা থেকে ভেসে আসে খালি গলায় গেয়ে ওঠা গানের সুর।

এসবের সঙ্গে টিএসসি ও চারুকলার আশপাশজুড়ে চুড়ি-ফিতার পসরা সাজিয়ে বসা দোকানি, বেলুন বিক্রেতা, পাঁপড় ভাজা কিংবা খেলনা বিক্রেতার আনাগোনা মেলার আবহ তৈরি করে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতরে তখন চলছে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বিজয় উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাতীয় জাদুঘরের সামনেও ছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন।

রাত সাড়ে আটার পর থেকে ভিড় কমতে থাকে। আস্তে আস্তে ভাঙে লাল-সবুজের মিলনমেলা।

বিজয় দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে প্রদর্শিত হয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক চলচ্চিত্র *আগুনের পরশমণি*। উপভোগ করছেন দর্শকেরা ● ছবি : মামুনুর রশীদ

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ, [illegible]	
চীফ, [illegible]	
সিস্টেম ম্যানেজার	
সিনিয়র [illegible]	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর